তারিখ 26 MAY 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

সংবাদ

ডিজিটাল কায়দায় ফাঁস হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

মন্ত্রণালয় অসহায়

রাকিব উদ্দিন

চলতি এইচএসসির জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) প্রথম পত্রের পরীক্ষা (১৯ এপ্রিল) শুরুর এক ঘণ্টা আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম 'ফেসবুক'-এ ছড়িয়ে পড়ে প্রশ্নপত্র। পরবর্তীতে জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় (২৩ এপ্রিল) প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। ওইদিন পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা ১০ মিনিট আগেই প্রশ্নপত্র ফেসবুকে পাওয়া যায়। ফেসবুক থেকে মুহূর্তের মধ্যে তা সামাজিক যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ- এবার এইচএসসির প্রায় প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রেই ঘটছে 'ফেসবুক' বা 'হোয়াটসঅ্যাপ'-এ প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা।

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) পরীক্ষার দিন আমরা জানতে পারি, রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে পরীক্ষা শুরুর ঘণ্টা খানেক আগে কোন এক ব্যক্তি ফেসবুকে জীববিজ্ঞান প্রথম পত্রের এমসিকিউ অংশের প্রশ্নপত্র তুলে দিয়েছে। মূল প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রেও হুবহু মিল পাওয়া যায়। পরবর্তীতে জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র, পদার্থবিজ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায়ও একই ঘটনা ঘটে।'

এভাবে পাবলিক পরীক্ষায় বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। কিছুতেই তা বন্ধ করতে পারছে না সরকার। ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী চক্র। প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধে বিভিন্ন সময়ে নামকাওয়াস্তে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। একাধিকবার গঠিত তদন্ত কমিটিও প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী চক্রের সন্ধান পায়নি। গত এসএসসি, চলমান এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠে। পরীক্ষা শুরুর এক বা দুই ঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্র বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা চেয়েও কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

এ ব্যাপারে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মাহবুবুর রহমান সংবাদকে বলেন, 'এই অশুভ প্রবণতা থামাতে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি। বারবার সব গোয়েন্দা সংস্থার সহায়তা চাওয়া হয়েছে, তারাও চেষ্টা করছে। ট্রেজারি থেকে কেন্দ্রে সরবরাহের সময়ের মধ্যেই একটি চক্র প্রশ্নপত্র ফাঁস করছে।' তিনি আরও ডিজিটাল : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

ডিজিটাল : কায়দায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলেন, 'প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রবণতা থামাতেই হবে। তা না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর নেগেটিভ ক্ষত সৃষ্টি হবে।'

এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে গত ১৮ মে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। এ কমিটির প্রধান হলেন মাউশির উপ-পরিচালক (বেসরকারি কলেজ) মেজবাহ উদ্দিন সরকার এবং সদস্য হলেন সংস্থার সহকারি পরিচালক আশিকুল হক।

এ ব্যাপারে মেজবাহ উদ্দিন সরকার গতকাল সংবাদকে বলেন, 'আমরা একবার মিটিংয়ে বসেছিলাম, কিন্তু উল্লেখ করার মতো কিছু পাইনি। কারণ কখন, কোথায়, কীভাবে ও কারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে তা এখনও অস্পষ্ট। এ ব্যাপারে আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য-উপাত্ত নেই। আমরা চেষ্টা করছি- কিছু পাওয়া যায় কিনা?'

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তা বলেন, ডিজিটাল কায়দায় চলমান এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে পরীক্ষার দিন সকালে। রাজধানীর তথাকথিত বিশেষায়িত কয়েকটি কলেজের কিছু অসাধু শিক্ষক প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খুলে মোবাইল ফোনে ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। পরীক্ষা শুরুর এক বা দেড় ঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্র সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম অর্থাৎ 'ফেসবুক, ভাইভার, হোয়াটসঅ্যাপ' ইত্যাদিতে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দ্রুত সময়ের মধ্যেই ফেসবুকের নির্ধারিত কিছু আইডির মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়ছে। সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে প্রশ্নপত্র। কিন্তু কারা কোথা থেকে ফাঁস করছে তা বের করতে পারছে না শিক্ষা বোর্ড।

এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ২ মে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এবং তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি দিয়েও কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। চিঠিতে ফেসবুকের একটি আইডি বন্ধ এবং এর সঙ্গে দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করে এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়। জানা গেছে, কয়েক বছর ধরেই পঞ্চম শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। প্রথম দিকে এই ধরনের অভিযোগের ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেয়নি দুই মন্ত্রণালয়। পরবর্তীতে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উভয় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেই কিছু কিছু এলাকায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা স্বীকার করা হয়। কিন্তু একটি ঘটনায়ও প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী চক্রের সন্ধান পায়নি সরকার। ২০১৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা দেশব্যাপী সমালোচনা শুরু হলে তদন্ত কমিটি গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

তদন্তে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীন এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজি ও গণিত (তত্ত্বীয়) দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্র হুবহু ফাঁস হওয়ার ঘটনার প্রমাণ মিলে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের নমুনা পরীক্ষার আগের দিন ফরিদপুরে পাওয়া যায় কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁসের সুনির্দিষ্ট উৎস খুঁজে পায়নি তদন্ত কমিটি। অসাধু চক্রের সন্ধান করতে ব্যর্থ হয়ে শিক্ষা বোর্ডের তদন্ত কমিটি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে তদন্ত করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের উৎস বের করার সুপারিশ করে। এই সুপারিশ বাস্তবায়নেও পরবর্তীতে তেমন কোন তৎপরতা দেখায়নি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়। এর আগে ২০১৩ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ঢালাওভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠে, যা মন্ত্রণালয়ের তদন্তে প্রমাণিত হয়। ওই বছরের এসএসসি পরীক্ষায়ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার অভিযোগ ওঠে। ৩ এপ্রিল শুরু হয়েছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। শেষ হবে আগামী ৯ জুন।